।। সুদক্ষিণা লাহা স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪।।

ছোট্ট সুদক্ষিণা, ফুলের মতো সুন্দর পবিত্র। ভালবাসত ছবি আঁকতে খেলতে পড়তে। কিন্তু ভাল করে বিকশিত হওয়ার আগেই এক মারণ ব্যাধি কেড়ে নিল তাকে।

শ্রমজীবী পরিবারের অন্যতম সদস্য ড: শান্তনু ও রূপলেখা লাহার আদরের সন্তান সেই সুদক্ষিণা স্মরণে অনন্য মানবিক কাজের জন্য ২০১৪ সাল থেকে দেওয়া হয় সুদক্ষিণা লাহা স্মৃতি পুরস্কার।

পর্যায়ক্রমে প্রাপকেরা হলেন:

২০১৪ : মোসলেম মুন্সি

২০১৫ : মণিকা সরকার

২০১৬: গীতা রাউত

২০২৭ : হিন্দোল আহমেদ

২০১৮ : সাজু তালুকদার

২০১৯: তাপসী মন্ডল

২০২০ :করোনা সংক্রমণের কারণে স্থগিত

২০২১ : রাজীব বিশ্বাস

২০২২ : এ ভিউ

২০২৩ : বঙ্গাদা বিদু - চান্দান বিদ্যাগাড়

২০২৪ সালে সুদক্ষিণা লাহা স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক হলেন বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৩ জুন ২০২৪ আমরা বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা গ্রামে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রবল গরম মাথায় নিয়ে শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌঁছাই। মাটির বাড়ি। ভাঙাচোরা। উঠোনে শুকচ্ছে তিল। অর্থাভাব স্পষ্ট।

কিন্তু ৮১ বছরের শ্যামাপদবাবু অসম্ভব প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ। আমদের সাদর আপ্যায়ন করে শীতলপাটি বিছিয়ে বসতে দিলেন। জুড়লেন নানা গল্প। কথায় কথায় জানা গেল,

তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তখন থেকেই গাছের প্রতি ভালোবাসা। আশপাশ থেকে সংগ্রহ করে আনা গাছের চারা তুলে এনে পরম মমতায় সেই গাছ লাগাতেন শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর পরিচর্যা করে বড় করে তুলতেন সেই গাছগুলিকে। এভাবেই শুরু, তারপর থেকে আর থেমে থাকেননি। আজ শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স ৮১ বছর। কিন্তু আজও গাছ লাগান তিনি। এলাকার আট থেকে আশি সকলের কাছে তিনি "গাছ দাদু"।

বাঁকুড়ার সারেঙ্গার শালবনি গ্রামের বাসিন্দা "গাছ দাদু" শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই লাগিয়েছেন কয়েক হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। তাল,অশ্বত্থ, বট, খেজুর, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির সব গাছই আছে সেই তালিকায়। তবে তালগাছ উনি বেশি লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কেননা তাল বজ্রনিরোধক, তালগাছেই বাবুইসহ নানাবিধ পাখি বাসা বাঁধে, গরমে তালশাঁস ভারি উপাদেয়, তালের বড়া হয়, তালের রস থেকে মিস্টি পাটালি গুড় তৈরি হয়, তালপাতা দিয়ে নানারকম হাতপাখা তৈরি হয়।শুকনো তালপাতা জ্বালানি হিসাবেও কাজে লাগে।

ফলে গ্রামের মানুষ নানাবিধ প্রয়োজন যেমন মেটাতে পারেন,তেমনই কিছু অর্থের সংস্থানও হয়। শালবনি গ্রামের সর্বত্রই রয়েছে গাছ শ্যামাপদ বাবুর হাতে লাগানো গাছেদের সারি। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। রাস্তার দু'ধার, পুকুর পাড়, কংসাবতী সেচ খালের পাড়, আশপাশের গ্রাম সবজায়গাতেই গাছ লাগিয়েছেন তিনি। পিঠের বস্তায় তালআঁটি বা অন্যান্য ফলের বিজ নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন রোজ। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও সাইকেলে।

তাঁর এই কর্মকান্ডে বহু মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছেন । শালবনি গ্রামের আগ্রহী যুবক যুবতীরা গাছ লাগানোর জন্যে তৈরী করেছেন 'গ্রিন আর্মি'। আর তাদের অধিনায়ক - "গাছদাদু" । বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে সরকারি উদ্যোগে গাছ লাগানো ও গাছ রক্ষায় ধারাবাহিক প্রচার চলছে। আবার সরকারি উদ্যোগেই নানা জায়গায় চলছে বৃক্ষ নিধনের আয়োজন। যাতে শ্যামাপদবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ গোপন না করেই সরল প্রশ্ন তোলেন, বলুন তো নিজের হাতে বীজ পুঁতে তাকে বড় করার পর কেউ কেটে দিলে কষ্ট হবে না! এতো নিজের সন্তানকেই হত্যা করা! প্রচার বিমুখ প্রবীণ মানুষটি বলেন, সেভাবে কোনও কিছু ভেবে নয়, ভালো লাগে তাই গাছ লাগাই। যতো দিন শরীর ঠিক থাকবে এভাবেই গাছ লাগিয়ে যাব, তবে একাশি বছরের শরীর যতটা রোগা পাতলা হওয়ার দরকার, আমি ততটা নই,আমার আরও রোগা হওয়া দরকার"।

স্বীকৃতিও পাননি সেরকম। একবার সৌরভ গাঙ্গুলি ডেকে নিয়ে গেলেও দেখা করেননি,তা গাছ দাদুর অভিমান। অবশ্য তাতে কোনো হেলদোল নেই তাঁর কারণ গাছই যে তাঁর একমাত্র ভালোবাসা। জীবনের শেষ দিন তিনি গাছের তলায় মৃত্যু বরণ করতে চান।

আগামী ৭ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৪টায় শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল (বড়বেলু বেলুমিল্কী শ্রীরামপুর, হুগলী) -এ দু'টি পুরস্কার একযোগে প্রদান করা হবে।

আপনার /তোমার গৌরবময় উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করে তুলবে। আশারাখি আপনার /তোমার সহৃদয় সহযোগিতা শ্রমজীবী পরিবার পাবে।

সম্পাদক

শ্রমজীবী হাসপাতাল

সম্পাদক

শ্রমজীবী হাসপাতাল

১ জুলাই ২০২৪